মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ৪৪ | বর্ষঃ চতুর্থ | আগস্ট ২০০৮

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বিরোধী আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

গত ১৬ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে ঢাকার নিউ ইস্কাটনস্থ বিয়াম মিলনায়তনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বিরোধী আলোচনা সভা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গঠিত মাদক বিরোধী কমিটির সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ আবদুল করিম, সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোজাম্মেল হক খান এবং পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব বি. এম ইউসুফ আলী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ ইউছুফ আলী। সভায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ৩ টি গ্রুপে ৯ জন বিজয়ীর মধ্যে সনদপত্র এবং রচনা প্রতিযোগিতায় ২ টি গ্রুপে ৬ বিজয়ীর মধ্যে ক্রেস্ট এবং সনদপত্র বিতরণ করা হয়। ২৬ জুন মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে আয়োজিত মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী ২৪ টি এনজিওর মধ্যে পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোং লিঃ, কেয়ার বাংলাদেশ, আসক্তি পুনর্বাসন নিবাস (আপন) কে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ক্রেস্টসহ সনদ এবং অবশিষ্ট ২১ টি এনজিওর মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইস্কাটন মডার্ণ হেলথ কেয়ার এর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব এস এ সাইফুল কে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ২০০৭ সালে মাদক অপরাধ দমন কার্যক্রমে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক জনাব মোঃ ওসমান কবির, উপ-পরিদর্শক জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন, সহকারী উপ-পরিদর্শক জনাব কে,এম, জাহিদ হোসেন এবং সিপাই জনাব মোঃ লুৎফর রহমানকে সনদ প্রদান করা হয়। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বিরোধী আলোচনা সভা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আবদুল করিম, সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বক্তব্য রাখছেন।

ঢাকায় হেরোইন, ফেনসিডিল ও লুপিজেসিকসহ ১৪ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি রেইডিং টিম গত ২ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে রাজবাড়ী জেলাধীন পাংশা থানার নির্মাণাধীন ফিলিং ষ্টেশনে যশোর চ-০৫-০১৩৮ নং ট্রাকের গতিবিধি অনুসরণ করে ঢাকার শাহ আলী গাবতলীর পর্বত সিনেমা হলের সামনে পৌঁছলে তার গতিরোধ করে ট্রাকের চালক মোঃ মোখলেছুর রহমানকে গ্রেফতারপূর্বক ৪৮ টি কার্টুনের প্রতি কার্টুনে ৫০ বোতল করে মোট ২৪০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে। ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের আরেকটি টিম গত ৩ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে হাজারীবাগ থানাধীন বোরহানপুর, ১৭৮/বি এর ২য় তলা থেকে যশোর জেলার শার্শা থানার কুখ্যাত হেরোইন ব্যবসায়ী মোঃ শাহীন এর স্ত্রী হাসনা হেনা(২১) এবং ছায়াছবি ও টিভি নাটকের অভিনেতা মোঃ নাজিম খান অন্তর(২২) কে ১০০ গ্রাম হেরোইন, ৩ টি মোবাইল সেট ও হেরোইন মাপার নিক্তিসহ গ্রেফতার করে। তা'ছাড়া গত ৭ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থেকে ফেনসিডিলসহ ঢাকার দিকে আগত ট্রাক নং-ঢাকা-ন-২৮১৩, গাজীপুর জেলার চন্দ্রা থেকে অনুসরণ করে সবজি ভর্তি ট্রাকটি ঢাকা মগবাজার চৌরাস্তায় পৌঁছলে গতিরোধ করে ট্রাকের ড্রাইভার মোঃ রঞ্জু (২৬) কে আটকপূর্বক ১৫০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। গত ১৪ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে নিউ মার্কেট থানাধীন হাতিরপুল কাঁচা বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে ব্রাইটন হাসপাতালের সামনে রাস্তার উপর থেকে ৭৯ পুরিয়া হেরোইনসহ আনুমানিক ১৬ (ষোল) গ্রাম হেরোইনসহ রহিমা নামে একজনকে গ্রেফতার করে। রহিমার স্বীকারোক্তি মোতাবেক পরবর্তীতে জিগাতলা ২/এ ইবনে সিনা বাস স্ট্যান্ডের নিকট থেকে মশিউর নামে এক হেরোইন ব্যবসায়ীর নিকট হতে ১০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে। মশিউরকে জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, নর্দা ক/২৬ বাড্ডা বাসায় তার পার্টনার মালেক থাকে এবং উক্ত বাসায় হেরোইন আছে। মালেকের বাসা থেকে ১০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। মশিউর জিজ্ঞাসাবাদে আরো জানায় পশ্চিম রামপুরাস্থ ৩৫৬ পলাশবাগে তার বাসা এবং ঐ

-এরপর শেষের পাতা, কলাম ১

"Do drugs control YOUR LIFE? Your Life. Your community. No place for drugs."(মাদক কি আপনার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে? আপনার জীবন ও সমাজে মাদকের কোন স্থান নেই।).....

সম্পাদকের কথা

মাদকাসক্তিঃ চিকিৎসায় মুক্তি

মাদকাসক্তি এক ধরনের অসুস্থতা। মাদকাসক্ত একধরণের রোগী। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর ও মনকে অসুস্থ করে এবং তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন বিপর্যস্ত করে দেয়। মাদকাসক্ত ব্যাক্তি যে একজন অসুস্থ ব্যাক্তি সামাজিকভাবে এখনো তা সর্বস্তরে স্বীকৃত হয়নি। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে মাদকাসক্ত রোগীরা নানাভাবে অবহেলিত, নিগৃহীত কিংবা বিতারিত হচ্ছে। অথচ মাদকাসক্তি কোন অভিশাপ বা ভাগ্যের ব্যাপার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত ব্যক্তি পারিবারিক সমস্যা থেকে কিংবা বন্ধু-বান্ধবের প্ররোচনায় শখের বশে অথবা উৎসুকের বশবর্তী হয়ে এক সময় নেশার জগতে প্রবেশ করেছে, অতঃপর সচেতনতার অভাবে ধীরে ধীরে মাদকসক্ত রোগীতে পরিণত হয়। বর্তমানে আমদের দেশে মাদকাসক্তি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা নয়, এটা সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মেডিকেল রিপোর্টে মাদকাসক্তিকে চিকিৎসাযোগ্য রোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তোলা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সকল দ্বিধা-সংকোচ কাটিয়ে সংশ্লিষ্ট পরিবারসমূহকে উদ্যোগী হতে হবে। আসুন আমাদের সমাজে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে পুসর্বাসিত করি এবং সুস্থ্য সুন্দর সমাজ নির্মাণে ব্রতী হই।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

জুলাই/০৮ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৩৫৪ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। জুলাই/০৮ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৩৮	২০৩	২৪১	১২১	১২০
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৮	৮	১৬	১৬	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	২	২	১	১
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	১০	৬০	৭০	১৭	৫৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	১৫	১০	২৫	৯	১৬
মোট	৭১	২৮৩	৩৫৪	১৬৪	১৯০

অবসর গ্রহণ

মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী উপ-অঞ্চলের পরিদর্শক জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান ২৯/০৬/০৮ তারিখে, ঢাকা উপ-অঞ্চলের হিসাব রক্ষক জনাব মাঈন উদ্দিন আহমেদ ০১/০৮/০৮ তারিখে, কুমিল্লা উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব নুর আহমেদ ০১/০৮/০৮ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর)-তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান ২৯/০৬/০৯ তারিখে, জনাব মাঈন উদ্দিন আহমেদ ০১/০৮/০৯ তারিখে, জনাব নুর আহমেদ ০১/০৮/০৯ তারিখে সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

আভনব কায়দায় গাজা পাচারকালে ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ২

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক জুলাই/০৮ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১০৯	১১১
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৯	৬৫
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২৮	৩১
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৭	১৮
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৭	১১
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৯	১০
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪১	৪৫
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১৯	৯
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৫	২৩
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১২	১৯
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৫	২৮
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৫	২
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	২	৪
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	২	১
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৬	৩০
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৩	৪১
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৪	১৬
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৫	৫
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	২
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬১	৬৬
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৮	২২
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৯	২০
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৪	৩৫
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২১	২৩
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	১৫
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৫
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	১৩
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৪	৬
	সর্বমোটঃ	৬২৬	৬৭৬

অধিদপ্তরের রুজুকৃত মামলার আলামত সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

অধিদপ্তরের জুলাই/০৮ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	৭৬	৯৬	১.১২৭৩ কেজি
গাঁজা	২৬১	২৬৯	১৫০.৩৯২১ কেজি
গাঁজা গাছ	৩	২	৭০ টি
অবৈধ গাঁজা সিগারেট			৫৫ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১২৫	১০৮	১৩৯৫ লিটার
দেশী মদ	১	৩	১ লিটার
বিদেশী মদ	১২	৭	৩৬৮ বোতল
বিয়ার	১	১	২২৫৪ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৭	৯	১২৩৩ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	২	৩	৫০ লিটার
ফেন্সিডিল	৮৯	১১৮	২৯৪০ বোতল
ফেন্সিডিল			২.৫ লিটার
তাড়ী (টোডি)	৬	৩	১১৯ লিটার
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	৩	২	৫৪ এ্যাম্পুল
জাওয়া	২	২	৫৮০৫ লিটার
বাখার			০.০৫ কেজি
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	২৫	২৮	১১৭১ এ্যাম্পুল
ইয়াবা টেবলেট	১২	২৪	২৬৭৫ টি
রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	১	১	৮ বোতল
নগদ অর্থ			৫২১১৩ টাকা
সি. এন. জি			২ টি
মোবাইল সেট			২২ টি
মোট	৬২৬	৬৭৬	

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে জুলাই/০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৮ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৯,৯৫৯.৯৮ মেঃ টন	৭৮.৯৩৯ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	-
এসিটোন	৪,৫৬৮.৪১ মেঃ টন	৭৬.৮০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,৩২১.২০ মেঃ টন	৬৭.৩২ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৭৫ মেঃ টন	-

এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যাল এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নং-৮৩১২২৪৯।

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের সাথে ২০০৮ সালের আগস্ট মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	জুলাই/০৭	জুলাই/০৮
১।	ঢাকা অঞ্চল	৭৪,৮৪,৫০০.০০	৭৫,৩৭,৯৫৪.০০
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৮৯,৩০,২৯৪.০০	৮৩,৪৭,৬৭৬.০০
৩।	খুলনা অঞ্চল	২,০৫,৫২,৬০৫.০০	২,১৩,৪০,১২২.৭৮
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৫৮,৯৬,৪০৮.০০	৭৩,০১,৭৮১.০০
	মোট	৪,২৮,৬৩,৮০৭.০০	৪,৪৫,২৭,৫৩৩.৭৮

মাদক অপরাধের মামলা নিষ্পত্তি

উপ-অঞ্চলভিত্তিক জুলাই/০৮ মাসে মাদক অপরাধ দমন সংক্রান্ত নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	জুলাই/০৮ পর্যন্ত অনিষ্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪৬	৪৯	৩৭৩৩
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৭	৭	২৯১২
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	১	১	১৯০৭
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	২	২	৫৬০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১	১	৫০৪
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১	১	৪০৩
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	২৩	২৬	২২৯৮
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৬১৬
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	৫	৬	৬৬৪
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	৪৬	৪৬	১৪৯৩
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫০৮
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৯৪
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	১৬
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৭৫
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	২	২	৪৭৪
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	৫১	৫৩	২৩১৯
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	১২	১২	৯৮৪
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৬	৬	১১০২
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১	১	৪১৬
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	২	২	১২৬
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	১	৪	২৭৪
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৩	৩	১০৪
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	১৪৭	১৫২	৩২৩৯
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	-	-	১২১৬
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২	২	১১৮১
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	-	-	২০০০
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৩	৩	১৫২১
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৩	৩	৩০৬
	সর্বমোটঃ	৩৬৫	৩৮২	৩১১৪৫

হেরোইনসহ গ্রেফতারকৃত রহিমা, মশিউর ও খোরশেদ

ঢাকায় ১৪ জন গ্রেফতার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বাসায় হেরোইনের মজুদ আছে। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পলাশবাগস্থ হেরোইন ব্যবসায়ী মশিউরের বাসা তল্লাশী করে ২ (দুই) কেজি হেরোইন এবং তার পকেট হতে একটি গাড়ীর চাবি উদ্ধার করে। উক্ত বাসা হতে মশিউর এর পার্টনার খোরশেদকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সদস্যরা পরবর্তীতে মশিউরের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ধানমন্ডি থানাধীন জিগাতলা বাস স্ট্যান্ডের নিকট থেকে ঢাকা মেট্রো-গ-১২-৮৮৬১ টয়োটা, কেরিনা গাড়ীটি ঘেরাওপূর্বক তল্লাশী করে গাড়ীর সামনের ডান পার্শ্বের ড্রাইভাবের সীটের নীচ হতে ৩ প্যাকেটে ৩০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে।

গত ১৮ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের অপর একটি রেইডিং টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকার চানখারপুল যাত্রী ছাউনির নিকট হতে ৫ এ্যাম্পুল লুপিজেসিক ইনজেকশনসহ জুলি (২০) কে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। জুলির দেয়া তথ্য মতে লালবাগ থানাধীন বকশি বাজার রোডস্থ ১৯ নং প্যানাং রেস্তোরার সামনের রাস্তার উপর থেকে ১০ এ্যাম্পুল লুপিজেসিক ইনজেকশনসহ রুমা (২৫), মোহাম্মদ আলী (২৮) কে গ্রেফতার করা হয়। রুমা এবং মোহাম্মদ আলীর স্বীকারোক্তি মোতাবেক কোতয়ালী থানাধীন ১১ নং সিদ্দিক বাজার নর্থ সাউথ রোডস্থ হোটেল আফরিন (আবাসিক) ৪ র্থ তলার ১৭ নম্বর রুমে তল্লাশী করে ৬৫০ এ্যাম্পুল লুপিজেসিক ইনজেকশনসহ নাজির উদ্দিন (৫০) এবং মোঃ রজিবুল ইসলাম (২৮) কে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। তাদের সকলের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার কর্তৃক জুলাই/০৮ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসেব নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নিগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬১৯	৬১৯	-	৬১৯	-
পুলিশ	১৩৯২	১৩৮৭	২	১৩৮৯	৩
বিডিআর	১০	৭	-	৭	৩
র‍্যাব	-	-	-	-	-
সর্বমোট	২০২১	২০১৩	২	২০১৫	৬

কলাভর্তি ট্রাক হতে ১৩০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি রেইডিং টিম গত ১৪ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে ঢাকা মহানগরীর উত্তরা থানাধীন হাউজ বিল্ডিং, সেক্টর-৮ ঢাকা ময়মনসিংহ রোডস্থ রহমানিয়া সুপার মার্কেট টায়ার মিউজিয়াম নামীয় দোকানের সামনে রাস্তার উপর রাজশাহী চারঘাট হতে ঢাকাগামী দিনাজপুর ট-৮৭৪২ নং ট্রাক গতিরোধ করে কলাভর্তি ট্রাকের মধ্যে বিশেষভাবে তৈরী গোপন বক্সের মধ্যে লুকায়িত ২৬ টি প্যাকেটে মোট ১৩০০(এক হাজার তিন শত) বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মোঃ জনি (২০), মোঃ লিটন (২০), আহাম্মদ উল্লাহ আহাদ (২৫) ও মোঃ মোফাজ্জল হোসেন (৪০) কে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িত অপর আসামী মোঃ কাজল পলাতক রয়েছে। তাছাড়া গোয়েন্দা অঞ্চলের সদস্যরা গত ৫ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে ঢাকা মহানগরীর খিলগাঁও থানাধীন ৪১৪/সি, খিলগাঁওস্থ বাবুলের চা দোকানের সামনে খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর নীচে পৃথক দু'টি মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ২০ (বিশ) কেজি গাঁজাসহ মাছুমা আক্তার (৩০), ফুলিয়া বেগম (৫৫), শিল্পী বেগম (৩০) ও আমেনা বেগমকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। এ ব্যাপারে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে খিলগাঁও থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ সালের ১৯ (১) এর ৭ (খ) ধারায় পৃথক দু'টি নিয়মিত মামলা রুজু করেছে। উল্লেখ্য, আসামীদের মধ্যে দুইজন অভিনব কায়দায় গাঁজা দিয়ে বালিশ বানিয়ে তাদের পেটের সাথে বেধে নিয়ে আসছিল যাতে অন্য কেহ তা বুঝতে না পারে।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

জুলাই/০৮ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/ নং	কর্মসূচীর নাম	সংখ্যা ২০০৮ সাল	
		জুলাই	জানুঃ-জুলাই
১।	মাইকিং কর্মসূচী-	১৪ টি	১১৬ টি
২।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সভা	-	৯ টি
৩।	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা-	৪৯১ টি	৩১৪২ টি
৪।	অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম-	৩৪ টি	৬৮০ টি
৫।	শ্রেণী বক্তৃতা-	১৫ টি	৮৪ টি
৬।	পোস্টার বিতরণ-	৯০ টি	২২৯০ টি
৭।	লিফলেট বিতরণ-	৮০ টি	৯৪৩০০ টি
৮।	স্টিকার বিতরণ-	৩৫০ টি	২০৮১০ টি
৯।	সুভ্যেনির বিতরণ-	-	৯৩৪ টি
১০।	বুলেটিন বিতরণ -	৪০০ টি	২৩০০ টি
১১।	সেমিনার/ওয়ার্কশপ-	-	১ টি
১২।	মাদকবিরোধী ফিল্ম প্রদর্শন-	-	৬ টি
১৩।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-	২ টি	১৫ টি
১৪।	অন্যান্য কর্মসূচী-	৫ টি	২৫ টি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ওয়েজ আর্নাস হোস্টেল ভবন (লেভেল-৮), ৭১-৭২,পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।